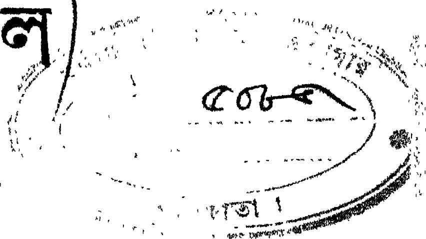
বিল্বদল



—০—

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

—০—

প্রকাশক,
চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং,
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য—৷৷• আনা মাত্র।

ইণ্ডিয়া প্রেস।

২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা।

শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন

ইহার অনেকগুলি কবিতা 'কণিকা' 'প্রবাসী', 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন', 'গৃহস্থ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তজ্জন্য উক্ত পত্রিকাগুলির সম্পাদকমহাশয়দিগের নিকটে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি বন্ধুবর্গ এই গ্রন্থখানির কবিতানির্ব্বাচনে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। সেই অনুগ্রহের প্রতিদানে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া নিতান্তই বাহুল্য বলিয়া মনে করি। ইতি—

দ্বারকাভবন,
সৈদাবাদ, মুর্শীদাবাদ।
তারিখ ১৫ই আশ্বিন, ১৩২০

বিনীত
শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

সুহৃদবর

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার-

করকমলেষু—

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

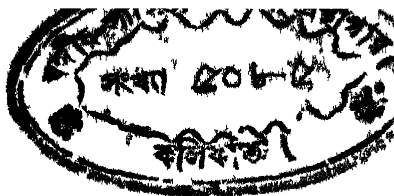
দ্বিতীয় পর্ব

পৃষ্ঠা

তৃতীয় পর্ব



প্রথম পর্ব



বিল্বদল



আমন্ত্রণ

আমার বাগানে
ফুলের ফোয়ারা,—
একি সুন্দর নিশা !
আয়, আয়, আয়,
রূপের পিয়াসী,
মিটিবে, মিটিবে তৃষা।

২

নিশাপতি আজ
পরীদল সহ
অম্বর বেয়ে আসে,
যৌবনমদে
চারিদিক আজ
মন্দ মধুর হাসে।

৩

রসের সায়রে
সিনান করিয়ে
ধরণী হাসিয়া চায় !
হৃদয় আমার
বিগলিত আজ
চরাচরে ভেসে যায় ।

৪

কে আছে পিয়াসী
জগতের দ্বারে ?
ওরে আয়, ওরে আয়,
রূপমধু আজ
টুটে লুটে পড়ে,
পান করি নেরে তায় !

———o———

বাঞ্ছিত

মেঘ উড়ে গেছে আকাশের 'পরে,
সাগরে তটিনী-ধারা,
আমার ধন যে আমাতে এলনা,
ভেবে ভেবে হ'নু সারা।

সখি, একটি হৃদয় লাগি,
সারাযৌবন-জ্যোৎস্নাযামিনী
রহিলাম শুধু জাগি।
ফুলের মতন উঠিনু ফুটিয়া
শোভিতে নারিনু ফলে,
পরিমল মোর বাতাসে লুটিল,
মধু যে শুকাল দলে।
সব কিছু মোর ঝরে' পড়ে' যায়,
বিদায়-ব্যাকুল প্রাণ।
তবুও ত, সখি, ছাড়িছে না আশা
গাহিতে মধুর গান—
অই শোন গাহে, "আসিবে আসিবে
যখন চাবেনা তারে,
অনাবিল চির হৃদয়-সাধনা
উপেখিতে কেহ নারে!"

হিয়া-হার

আমি শুধু তোমারেই জানি,
তুমি মোর সরবস্ব ধন,
রূপ গুণ প্রাণ মন তুমি,
তুমি মোর নূতন যৌবন!

২

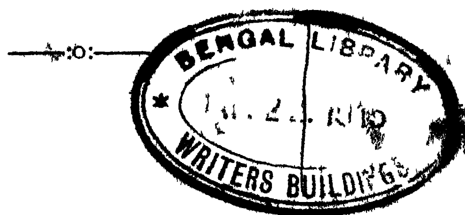
তটিনীর অবিরাম ধারে
চিরদিন লেখা যেই গান,
সাজাইয়া রাখে গন্ধ হাসি
যে হরষে কুসুমের প্রাণ,
তোমা পেয়ে পূর্ণ আমি তাহে,—
সে যে মোর মহিমা অটল,
রাজটীকা রজনীর ভালে
পূর্ণ শশী গরবে উজল!

৩

বনানীর পত্রবাসমাঝে
সমীরণ জাগিলে যেমন,
রহি রহি শিহরিয়া আজি
উঠিতেছি পুলকে তেমন!

এস তবে কণ্ঠে মোর আজি
পরাইয়া দাও হিয়া-হার,
পুষ্পমালা—সে যে ঝরে যায়।
নিশিদিন এ রবে আমার।

—:০:—



সুপ্তি-সৌন্দর্য্য

ঘুমো, সখি, ঘুমো দেখি ঘুমো,
চোখের পাতায় দিনু চুমো।
অই যে ঘুমায়ে পড়ে
সখী যে গো মোর
কি নেশায় ভোর!

নীরব নিঝুম চারিদিক,
চাহিয়া রহিব অনিমিখ।
সখীর মুখের 'পরে
হাসিছে স্বপন
ফুলের মতন!

কেহ নাই কেহ নাই সাথী,
একা আমি র'ব কাণ পাতি'—
সখীর রূপের মাঝে
কি গোপন বাঁশী
ঢালে সুধা রাশি!

কোলাহল দিনে ঢাকে যারে,
ঘুম, দেখি, এনে দিল তারে!—
সকল তনুরে ঘিরি
সে রয়েছে বসি—
বিমোহিত শশী!

ডগমগ আকুল হরষ
মন মোর করিল বিবশ,
চুমিয়া ধরিতে চাহে—
সে যে তারে হায়,
কোন্ দুরাশায়!

ব্যর্থ

যৌবনের প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে
প্রেম কোথা প্রেম কোথা বলে,'
হুহু করি বন্যার মতন
এসে ভেসে ছুটে যাই চলে'।
প্রেম তবু পড়ে না ত ধরা!
দুই হাতে নিবিড়িয়া ধরি
সুন্দরীর ঢল ঢল তনু,
নিঃশেষিয়া নিনু মনে করি
সর্ব্ব মধু চুম্বনের মাঝে!
কই? কই? প্রেম গেল কোথা?
ব্যর্থ চুমো—ব্যর্থ আলিঙ্গন,
ব্যর্থ সাধ—ব্যর্থ ব্যাকুলতা!
চোখ দিয়ে যৌবনের হাতে
সব খোঁজা—বিফল প্রয়াস।
আসে রূপ—আসে দিঠি 'হাসি,
প্রেমহীন আসে বাহুপাশ!

পথিকবধূ

বিরামবিহীন বর্ষা ঝরিছে,
দিবা নিশা একাকার।
পথিক ললনা কি যেন ভাবিছে—
ভূতল-শয়নে তার।
নয়ন মুদিয়া কাণ পেতে রহে,
শব্দ ঘনায়ে তুলে—
স্বপন মধুর ছবি অনুপম
তাহার হৃদয়-মূলে।
আঁধারে জড়ানো সকল প্রকৃতি
অবিরল ধারাপাতে
ফুটে উঠে যেন কদম্বফুল
আকুল গন্ধসাথে।
কেহ কোথা নাই—কিছু কোথা নাই,
কদম ফুটেছে শুধু,
সৌরভশোভা তারি পিয়ে পিয়ে
শিহরে পথিকবধূ!

মাঝখানে

কোথা হতে এসেছে পথ
কোথায় যাবে চলে,
কোন্ মাঠে সে, কোন্ গাঁয়ে সে,
কোন্ কুঞ্জতলে!
আগ দেখিনি, শেষ দেখিনি,
দেখেছি শুধু মাঝ,
অগ্র পিছন মনে করে'
বুঝিনু তারে আজ।

ফিরোজা

"খুশ্‌রোজ খুশ্‌রোজ আজি,
শোন্‌লো সাহেলি,
ওই শোন্ বাঁশী ওঠে বাজি ;
খুশ্‌রোজ খুশ্‌রোজ আজি।"

"বাঁশী বাজে—সুরে সুরে তার
ঝরে ফুলরাশ,
অনুভবে লভি অনিবার
বুকে তার পরশবিথার !"

"আন্, সাকি, আন্ দারু আন্
পিয়ালা ভরিয়া,
পুলকের ফেনিল তুফান—
করে ল'ব করে ল'ব পান !"

"বুল্ বুল্ বাগে বাগে গায়,
ফৈজু অই আসে।
হেনাগুচ্ছ ফুটিয়া দাঁড়ায়—
রভসের রসাবেশ প্রায়।"

এমনি করিয়া
আনন্দে নাচিয়া মরে
ফিরোজা সুন্দরী।
ফৈজু কই এল ?—
ফৈজু—নারীদিল্‌চোরা !
গেল যে শর্ব্বরী।
রাতি চলে যায়,
দুটি বাহুডোর তারে
পারে না বাঁধিতে ?
অই পথ খানি
বেঁকে গিয়ে ধরে' তারে
পারে না আনিতে ?
পারে না—পারে না।
সহসা দিবসআলো
উঠিল জ্বলিয়া।
আলু থালু বেশ
সাহেলী "সাকিনা" বাঁদী
আসিল ছুটিয়া।
কহিল হাঁপায়ে—
"নাই—নাই—ফৈজু নাই।

ছিন্ন তাঁর কায়
কে জানে কেমনে—
রঞ্জিতেছে রাজপথ
শোণিত-ধারায় !"

—————

একি হাহাকার ধ্বনি, বিশ্ব বিদারক !
একি রক্ত ছুটাছুটি ফিরোজাঅন্তরে !
সব শেষ ? সব শেষ ? বজ্রাহত তরু
সর্ব্বাঙ্গে কালিমা লিপ্ত নিমেষভিতরে !

—————

তারপর ধীরে ওড়নায় শির ঢাকি,
অলক ফিরায়ে, তর্জ্জনীতে ঠোঁট ছুঁয়ে,
কহে চুপে চুপে—"আশেক্ চুমেছে হেথা !"
ব্যালোল সে গুল্ রোখ নবনীপেলব
উঠিল রাঙিয়া সেই চুমো ভাবি মনে !
কবুতর ঢাকা উরসে চাহিয়া কহে—
"সুপ্ত হেথা ফৈজু মোর—কি সুখ আরাম !
থাক্ থাক্ শুয়ে থাক্—জাগাবনা তারে।"

—————

ক্ষণেক থাকিয়া কি যেন ভাবিল বসি ।
আচম্বিতে হিঃ হিঃ করি উঠিল হাসিয়া—
দিয়ে করতালি ছুটে এল রাজপথে,
গাহিল নাচিয়া—

"খুশ্‌রোজ খুশ্‌রোজ আজি,
শোন্‌লো সাহেলি,
ওই শোন্ বাঁশী ওঠে বাজি,
খুশ্‌রোজ খুশ্‌রোজ আজি !"

—o—

প্রেমের কথা

"ওগো তুমি ভালবাস ?"
"হাঁগো আমি ভালবাসি !"
শুনি বারেবার,
শত জনমের ফের—
তবু ওই বাণী জাগে
ভুবনমাঝার ।
সাগর শুকায়ে যায়,
ধরণী ঝরিয়া পড়ে
ফুলের মতন,
নিসাড় গগনতলে
খেলিতেছে প্রতিদিন
জীবন মরণ ।
মোরা আসি ফিরে ফিরে ।
হেসে কেঁদে চলে যাই
ধরণী উপর ।

বিল্বদল

কতবার কত ছাঁদে
গড়ি ভাঙি ঘরদ্বার
    কুসুমবাসর।
সব যায়, তবু তায়
বসে আছে চিরদিন
    নিচল নিথর—
সেত ঝরে নাহি পড়ে!
দুটি তপ্ত প্রাণ পেয়ে
    সহাস অধর
জাগিয়া সে রহে কেন?
সে কেমনে চিনে লয়
    আপনার জন?
সে কেমনে বলে দেয়,
"ওগো ভুলি নাই, ওগো
    আমি পুরাতন
সেই বসে আছি হেথা,
অমর করিয়া মোরে
    রাখিয়াছে বিধি।

প্রসন্ন আকাশ সম,
প্রসন্ন বাতাস সম,
অঞ্চলের নিধি
আমি এই জগতের,
আমি আছি—নর নারী
মোর পরশনে
গাহিয়া উঠিছে সদা—
"ভালবাস ?" "ভালবাসি"
নহে অকারণে।

প্রকাশাতীত

বুঝাতে হবে না গো
বুঝেছ নিজে যারে,
বাহিরে ফোটে না যে,
ফুটাতে চাহ তারে ?

তবু যে আসে ভাষা !—
সে শুধু কল তান
তটিনী গাহে, শোনে
তটেরি মূক প্রাণ !

প্রেমান্ধ

আপনা বিলাতে বিশ্বে নদী ছুটে যায়,
তট রহে সাথে সাথে তার,
সে ভাবে তাহারি নদী বাঁধা বাহু যুগে
এ জগতে নহে কারো আর !

অপূর্ণ সাধ

একটি ফুৎকারে তোর,
বাঁশীর মতন উঠিব বাজিয়া
সাধ ছিল বড় মোর।
সারাটি গগন কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
সারাটি ভুবন ব্যাপিয়া ব্যাপিয়া,
সুরে হরি মন, হব
সকল সুখের চোর,
বড় সাধ ছিল মোর!
ষড় ঋতু এল, গেল ফিরে তারা,
ফুটে ঝরে গেল কত শত তারা,
দিন হত, রাত গত,
সকাল সন্ধ্যা ভোর,
সাধ না পূরিল মোর!

রূপ

তখন নবীন কৃষ্ণ যৌবনের মাঝে
বিশ্বের দুয়ারে পড়ি চিররাত্রি দিন
রূপসী মাগিতেছিল। বিদ্যা অর্থ দিয়ে
আর দিয়ে আপনার বরবপুখানি
যদি মেলে রূপ, তবে তারে যত্ন করি
নিভৃত সে চিত্তপটে রাখিবে আঁকিয়া
  দিগদিগন্তর হ'তে আসিল সংবাদ
কোথা কোন্ কন্যা আছে রূপেতে উজল ;
দেখি, শুনি, সবে ঠেলি, নবীন কেবল
একটি লইল বাছি—নাম তার বিভা।
তার পর প্রজাপতি ত্রিকালপ্রাচীন
দীপ্তিহীন চক্ষু লয়ে, গোধূলি-লগনে
দুজনে বাঁধিল করে মঙ্গল সূতায়।
সে দিনো ষষ্ঠীর রাতে জ্যোৎস্না ঝরেছিল,
সে দিনো বাঁশীর সুরে মিলনের গীত
কাঁপায়ে তুলিয়াছিল সমস্ত আকাশ !

সে দিনো পুলকমাঝে সবার অন্তর
গাহন করিয়াছিল !—কিন্তু সেই দিন
সেই মহা আনন্দের মাঝখানে পড়ি
যে দেবতা ঘুমঘোরে আছিল শয়ান,
স্বর্ণকাঠি—শুভদৃষ্টি তাহারে জাগাতে
পেরেছিল কি না বলা আজ সুকঠিন।

আপনার গৃহে আনি নবীন যখন
দেখিল বিভারে পুন—একি চমৎকার,
জ্যোৎস্নায় গিয়াছে ভেসে দিগদিগন্তর !
উদাস পরাণ নগ্ন শূন্যতার মাঝে
উড়িবারে চাহে যেন বন্ধনবিহীন।
   ওগো রূপ, জয় তোর জয় চির দিন !
এ জগত মুগ্ধ হয়ে তোর পানে চাহি
রবে জানি চিরনির্নিমেষ। প্রতিদিন
গোপন মঞ্জুষা তোর মুগ্ধের নয়নে
খুলিয়া দেখাবে কত চারু নবীনতা !
হাতে লয়ে তোরে যবে বাঁশীর মতন
যৌবনদেবতা বসি বাজাবে লীলায়,
কত শত প্রেম গান পড়ি যাবে ধরা !

বালিকা বিভারে ঘিরি মায়াপুরীসম
যে জগত গড়িয়াছে রূপরাশি তার,
নবীনেরে মুগ্ধ করি নয়ন তাহার
অবিলম্বে লয়ে গেল সে সুখের দেশে—
সেথা যেন শেষ নাই—বসিয়াছে যেন
সুধাপাত্র করে লয়ে অতৃপ্তি সেথায়—
পাত্র পূর্ণ, পাত্র শেষ—তবু যেন তার
মিটেনা কখনো সাধ ! নবীন এখন
এই শুধু ভাবে মনে, হৃদয় তাহার
বিভারই তরে যেন গড়েছে বিধাতা !
তাহারি প্রেমের মাঝে পড়িয়াছে যেন
অনন্তের সাড়া আজ। যেন চরাচরে
জ্বলিয়া উঠিছে প্রেম—হীরকের কণা !
ঊষা সন্ধ্যা রবি শশী ফুল পত্র রাশি
প্রেমেরি কবিতা বলে' মনে হয় যেন !
বিভার সৌন্দর্য্যরাশি এত মন্ত্র জানে ?—
এ বিশ্ব প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছে ধরা !

———

বছর কাটিল ত্বরা। অনেক প্রয়াসে
বিভারে লইয়া গেল জনক তাহার
কর্ম্মস্থল ব্রহ্মদেশে।
বিরহ সেথায়
নবোঢ়া বিভারে আজ বুঝাল প্রথম
গোপনে নবীনকৃষ্ণ কতটুকু তারে
লইয়াছে কেড়ে। কতশত অর্থহীন
আদরে তাঁহার, বিভা আজ পাইতেছে
খুঁজি অর্থ শতশত। কত অকারণ
চুম্বনের মাঝে দেখে কারণবিস্তার।
মনে পড়ে নানা ত্রুটি—সরমের বাধা,
আপনারে প্রকাশিতে পারে নাই বিভা!
আজি জাগিয়াছে প্রেম নূতন যৌবনে—
বিরহের মাঝে তার বিচিত্র আসন!
সুদূরে নবীন বসি মোহ আকর্ষণে
বিভারে টানিছে জোরে পিতামাতা হ'তে।—
একি ঘোর আকর্ষণ! সর্ব্বদেহ তার

মন হয়ে ছুটে যেতে চায় নবীনের
কাছে আজ! হেথাকার দিবস যামিনী
নবীনের স্মৃতিগাঁথা রহস্যমালায়
ঘিরিয়া রাখিবে তারে? আর তার কোথা
নাই কি গো অন্য কায?—কিন্তু আকর্ষণ!

একদা প্রভাতে বিভা দেখিল জাগিয়া
সর্ব্বাঙ্গে বেদনা তার। ধীরে জ্বর আসি
ধরিল আঁকড়ি তারে। দুই দিন পরে
একি হল—"বসন্তে"র ভীম আক্রমণ?
মরণের দূত আসি শোষিতে লাগিল
সমস্ত সুষমা আজি। সর্ব্ব কোমলতা
বসন্তের নখাঘাতে বিকৃত বিষম!
একি নিদারুণ রোগ!—জর্জ্জরিত দেহ।
বিভার যাতনা আজ নাহি জানে সীমা।
পিতা মাতা ব্যাকুলিত। তারের সংবাদ
পৌঁছিল নবীন-গৃহে। কিন্তু দূরদেশে
কার্য্যঅনুরোধে চলে গিয়াছে নবীন।

'তার' যবে পত্ররূপে পৌঁছে তার কাছে—
তখন সপ্তাহ গেছে। মহা আন্দোলন
উঠিল হৃদয়ে তার। চিন্তার মাঝারে
বিভার সৌন্দর্য্য রাশি লাগিল জ্বলিতে!
  বন্দোবস্ত করি কাযে—দূর ব্রহ্মদেশে
ছুটিল নবীন ত্বরা। পৌঁছিয়া তথায়
ব্রহ্মের অরুণরক্ত সুন্দর প্রভাতে
দেখিল বিভারে যবে—কই বিভা কই!—
রূপসী কিশোরী বিভা? জ্যোৎস্নাময়ী রাতি
ভেঙ্গে গেছে দুর্দ্দিনের দারুণ আঘাতে!
  ঝরে' পড়ে চারিধারে মায়ার পৃথিবী।
সর্ব্ব ঊর্দ্ধে শির তুলি পূর্ব্বের সে বিভা
জ্বলি ওঠে—শুকতারা! স্বপন! স্বপন!

প্রাণে বাঁচিয়াছে বিভা। তবু আসিল না
নবীনের প্রাণে শান্তি। যে ছিল তাহার,
সে যেন নাহিক আর;—বিশ্ব হ'তে তারে
কে যেন লইয়া গেছে—রেখে গেছে শুধু

কি ভীষণ ছায়া তার ! যারে লয়ে গৃহে
ভেবেছিল বাঁধিবে সে সোণার স্বরগ,
কই সে ত নাই ! সব আশা গেল নিভে !
সে কি গো কখন বিরূপা বিভার তরে
এত যে সোহাগ প্রেম !—প্রেম ? হারে মূর্খ,
প্রেম তুমি কহ কারে ?—সে ত নহে পাখী,
উড়ে যাবে ভেঙ্গে গেলে নীড়খানি তার !
সে যে মোহ ! রূপে বেড়ি জেগে বসেছিল
চিত্তে তব এত কাল। রূপ গেছে, মোহ
গেছে সাথে সাথে তার ! নিরাশার মাঝে
পাষণ্ড হৃদয় আজি উঠিতেছে ফুঁসি !
নবীন ফিরিয়া গেল দেশে আপনার।
একমাত্র চিঠি দিল। আর চিঠি নাই।
দুর্ব্বল বিভার দেহে বল এল ফিরি,
কই সে সংবাদটুকু নিলনা নবীন !
মাস চারি কেটে গেল। শত অনুরোধ
নবীনে পেল না খুঁজি।
কত দিন পরে

সহসা আসিল বার্ত্তা, নবীনের ঘরে
আসিয়াছে নব বধূ! একিরে দারুণ
দানব এসেছে নেমে মরতের 'পরে ?

* * * *

হ'ল—হ'ল—সব হ'ল শেষ। আজি আর
ভবিষ্যৎ রঙ্গপট কি দেখাব খুলি ?
তমোময়ী সন্ধ্যা আসি গ্রাসিতেছে ধরা।
বিভা, বিভা, তুই কি গো লুণ্ঠিত ধূলায় ?
চেয়ে দেখ তমোমাঝে জাগিছে দেবতা।
লয়ে আয় চিত্তফুল—মুষ্টিমাঝে কভু
শুকায়ে যাবেনা তাহা !—পূজা কর্ সদা
নীরব বিগ্রহে তোর। জ্বালা যন্ত্রণায়
ভুলিস্‌নে আপনারে। মনে পড়ে তোর
অগ্নিমাঝে সীতাদেবী প্রসন্নবদন ?

—:০:—

মোহ

তুমি ছাড়া আর ভুবনের মাঝে
কি দেখিব বল আজ,
ফুল কোথা ফোটে—কোথা ওঠে রবি,
কোথা নিভে যায় সাঁঝ!
তোমার চিকুরজালে
অন্ধ হয়েছে আঁখি,
সজনি লো কিছু হেরিতে নারিনু,
সব যে গিয়েছে ঢাকি!
তুলে লও—তুলে লও
তব কুন্তল রাশি,
দেখি চেয়ে আজ নয়ন ভরিয়া
ধরার মধুর হাসি!

—————



দ্বিতীয় পর্ব

রজনী

নামিয়া এসেছে রাতি।
হৃদয় খুলিয়া বসিনু আজিকে
তাহারে করিয়া সাথী,
নামিয়া এসেছে রাতি।

আহা আকাশ-সাগরে বেয়ে আসে আজ
কেরে ও জ্যোৎস্নাতরী।
তারি তোলা ঢেউ মাণিকের দাম
চলেছে মাথায় করি!

ঘুমভরা যত ফুলের উপরে
পরীরা নাচিয়া গায়,
অই তাহাদের মঞ্জীরধ্বনি
বুঝি আজ শোনা যায়।

বাজে বীণা বাজে মৃদুল মধুর,
চরাচর মূরছায়,
ওরে এমন রজনী ফুল্লকুসুম,
মধু যে উছলি' যায়!

সে মধু-সাগরে সিনান করিয়ে
কে তুলে মিলন-তান,
রজনী ধরণী আকাশে বাতাসে
এক হতে চায় প্রাণ!

রজনীর দান

জলের তলে কোন্ সে গিরি,
তারি নিঠুর ঘায়,
আলোর তরী—পূর্ণ শশী
অই যে ডুবে যায়।

ধরার দিঠি ঊর্দ্ধ হ'তে
আসছে নেমে ফিরে,
পাখীর সুরে সুধার ধারা
ঝরছে ধীরে ধীরে।

গুটিয়ে পড়ে পালের মত
নিশার আঁধিয়ার,
তাম্বু তুলে স্বপনরাশি
ভাগিল এইবার।

কাযের ভেরী সকল দিকে
চম্‌কে জাগায় সবে,
নয়ন কেন এমন বেলা
সজল হল তবে!

বিরহমিলন

দিনের আলো খণ্ড করে
মনের পটুতায়,
হাজার দেখা—মিলন তবু
দেয় না ধরা হায় !

নিশার বুকে জড়িয়ে রহে
নিবিড় নীরবতা,
মনের মাঝে জাগিয়ে তুলে
ভাবের গম্ভীরতা,
জ্বালিয়ে দেয় মাণিক, যারে
দিনের আলো ঢাকে,
প্রাণের টানে মিলন হাসে,
নয়ন দেখে তাকে !

আলোর তরী—পূর্ণ শশী
ডুবিয়া গেল ধীরে,
মিলন-খেলা সাঙ্গ হ'ল,
নয়ন ভাসে নীরে !

———

রাত্রিশেষ

হাসিয়া গেছে গো শশী,
নীরব তাহার ক্ষেপণী-চালনে
মুকুতা পড়েছে খসি'।

সুনীল সায়রে সারি গাঁন তার
এখনো রণিছে ধীর,
সকল তারকা মুগ্ধ সরমে
নয়ন করিয়া থির।

ফুটে ওঠে পূবে অরুণের রাগ—
লয়লী বিম্বাধর,
লোটায় কুহেলী—মজনু-স্বপন,
পশ্চিম গিরি 'পর।

পাখী-চোখ হ'তে ঘুম সরে' যায়,
কণ্ঠে কাকলি ঝরে,
মায়ার পরশে বনের আড়াল
ছায়া যে খুঁজিয়া মরে!

দ্যুলোকভূলোকভ্রূণ হ'তে আজ
  জনম লভিবে দিন,
শশী চলে গেছে দাঁড় টেনে হেসে,
  দেখে গেছে কত চিন্।
কোথা কোন্ কবি ফুলের মতন
  ফুটিবে ধরণী 'পর,
কোথা প্রেম আজ যতন করিয়া
  বাঁধিবে নূতন ঘর,
আগুন জ্বলিয়া উঠিবে কোথায়,
  কোথায় অশ্রু-রেখা,
বিশ্বের 'পরে দেখিয়াছে শশী
  পড়েছে সকলি লেখা!

দেখে শুনে ধীরে সারিগান গেয়ে
  হাসিয়া গেছেগো শশী,
নীরব তাহার ক্ষেপণীচালনে
  মুকুতা পড়েছে খসি'!

সমুদ্র

কাহার প্রেম তুমি,
কাহার মান,
কাহার আশা তুমি,
কাহার গান !
কোন্ সে হিয়াতলে,
গোপন গেহ,
আছিলে কত দিন
না জানে কেহ !
একদা মধু রাতি
জ্যোছনাজলে,
উঠিল নেয়ে যবে
গগনতলে,
সহসা দূরপথে
কে যেন আসি,
তোমারে দিল ডাক
বাজায়ে বাঁশী ।
যাহার লাগি' তুমি
কত না দিন,

বসিয়া ছিলে সুখ-
স্বপন লীন,
তাহারি বাঁশী শুনে'
আসিলে ছুটি',
গোপন গেহ তব
হৃদয় টুটি'—
হরষে গ'লে গিয়ে
হইলে বারি,
সে হ'তে থামেনি ত
আবেগ তারি !

সমুদ্র-প্রেম

দুলাও, দুলাও মোরে,
বিশ্বজননি, আবার পরাণ ভরে',
দুলাও, দুলাও মোরে।
লাখো বাহু দিয়ে কল্লোলতানে,
স্নেহবাণী ফিরে বাজাইয়ে কাণে,
বহু দিবসের ছিন্ন মালিকা
বেঁধে দিয়ে নব ডোরে,
দুলাও, দুলাও মোরে।

২

তোমার দোলাব সুখ
ভুলিয়া গিয়াছি,—তাই, স্নেহময়ি,
প্রেমভরা নহে বুক।
জীবন, মরণ—সীমা বাঁধা তাই,
যেই জ্বলে' উঠি, সেই নিবে' যাই,
তুমি ধরে' তোল—দেখিবারে দাও
তোমার প্রসাদ-মুখ,
সসীম হইতে অসীম পুলকে,
ভরে দাও মোর বুক!

উচ্ছ্বসিত সাগর

হে পূর্ণ উৎসাহ, নমোনমঃ তব পায়,
শূন্যে তব গান দিবারাত শোনা যায়।
তৃষিত মানব—চে'য়ে রই তব পানে,
কবে কণ্ঠপ্রাণ ভরিবে তোমার গানে ?

সমুদ্রে প্রভাত ও সন্ধ্যা

জন্মমৃত্যু তপনের সাগর-সীমায়,
হের কবি, স্তব্ধ কর তব গীতিগান।
কর্ম্ম-মুখ—কর্ম্ম-শেষ জীবন-বেলায়,
হের চে'য়ে কি বিচিত্র—বোঝ কি মহান্ !

সাগর-সঙ্গমে

(প্রবাস হইতে ফিরিবার পথে)

অই খানে শোনা যায়,
বাঙালী শিশুর ক্রন্দনরোল
প্রতি দিন উভরায় !
নিঠুর সমাজ বুক হতে ছিঁড়ে
যা'দেরে দিয়েছে ঠেলি',
সাগর তা'দেরে দিয়েছে রে কোল—
কারে ত দেয়নি ফেলি' !
তুমি আজ শুধু দেখিতেছ ঢেউ
ওঠে, ফোটে ধীরে গায়,—
আমি শুনি শত শিশুর রোদন
প্রতি দিন বাজে হায় !

নদীর প্রতি

(গান)

তোমার হিয়া টুটে',
যে কথা পড়ে ফুটে',
  আজিও কেহ তাহা বুঝিল না।
কাঁদিয়ে তট-তলে,
যে কথা যাও বলে,'
  বধির তট তা'ত শুনিল না।
দিবসে কি নিশিতে,
চলেছ যে গতিতে,
  সে গতি কভু তব থামিল না।
এমন ব্যথাভরা
তোমার প্রেম করা !—
  দেখেও চোখে বারি ঝরিল না !

শশী

(গান)

কত দূর—কত দূর,
পশে কি না পশে তোমার শ্রবণে
আমার ব্যথিত স্বর,
কত দূর—কত দূর !
তবু তব আলো নাচাল আমায়,
পাখা লয়ে, প্রাণ উড়িবারে চায়,
ভুলে যায় মাটী—ভুলে যায় বল,
সংশয় সব চূর !
মরতের যত সব কোলাহল,
পিয়ালায় ভরা সে যে হলাহল !
ফেলে দিয়ে তারে, তব সুধা খেয়ে
পুলকে মরম পূর !—
ওগো শশী তাই ভুলে গেছি, তুমি
কত দূর—কত দূর।

চিন্তাকুলা

এই আষাঢ়ের ঘন বরষায়
আমি ভাবিতেছি বসি,—
কোথা ডুবে গেছে তপন তারকা
কোথা ডুবে গেছে শশী।

মিটিমিটি ধারা ফুলের মতন
ধরণীর গায় পড়ে অনুখন,
চারিদিক হ'তে বীণার বাদনে
হৃদয় পড়িছে খসি।
জনহীন পথ, জনহীন মাঠ,
বধূরে স্মরিয়া কাঁদে আজ ঘাট,
হা-হুতাশ করে বিরহী বাতাস
কেমনে আলয়ে পশি।
কণ্ঠ আমার ওঠে আজ ভরে',
হরষশোকের শীধু পান করে',
কি পাইতে আজ কি ফেলি হারায়ে,
ভাবিতেছি বসি বসি,
কোথা ডুবে গেছে তপন তারকা,
কোথা ডুবে গেছে শশী!

বর্ষাকথা

ঝম্ ঝম্ ঝম্
বাদল ঝরিছে আজ,
লুপ্ত করিয়া কায।

আকুল করিয়া
ধরণী-আকাশ,
প্রকৃতির প্রেমতান,

পশিছে আমার
মরমে মরমে,
জাগাইছে ব্যথাগান।

আজ সুখের কণ্ঠ
উঠিছে ভরিয়া
কেন গো দীর্ণ তানে!

যেন মিলনের ছবি,
বিরহের রঙে,
কে আঁকে আকুল প্রাণে!

বারুণী যেমন
বাজাইলে বীণা

অম্বু নিধির 'পরে,
দ্বীপ শত শত,
চারিধারে তাঁর,
জাগিয়া উঠিয়া পড়ে,
বর্ষাবীণায়,
পরাণে তেমতি
কত কথা পড়ে ফুটি' ;
হে পরাণ-বঁধু,
কোথা তুমি আজ,
লহ তাহাদেরে লুটি' ।
যৌবনভরা
এ হিয়া আমার
চলে ছুটি' অভিসারে,
বাদল-আড়ালে,
বঁধুয়া বারেক
তুলে' কি লবে না তারে ?

———

মেঘসুন্দরী

গুরু গুরু গভীর ডাকে,
ফুৎকার দিয়ে হাজার শাঁখে,
আমারি নাম গায়,
আমাকেই সে চায়!
এলায়ে কেশ আলোর দেশে,
অধর-কোণে মুচকী হেসে,
নীলাম্বরী পরে',
আসছে মম ঘরে!

কালীর মত করালিনী,
চাউনীতলে একাকিনী,
বধূর হেন বেশ,
কেউ না বলে বেশ!
এয়োরা সব শিউরি ওঠে,
পলায় রড়ে ভয়ের চোটে,
কেউ ধরে না ডালা,
বদল তবু মালা!

আমার চোখে ভুবন ভরা,
মূর্ত্তি তারি মনোহরা—
বৃষ্টি-সুধা বুকে !
রাখব তারে সুখে ।

পদ্মা

ছুটে চল—ছুটে চল,
হে পদ্মা আমার,
পূর্ণ হোক সংহারিণী লীলা।
অন্ধগতি বন্ধহারা
নৃত্য তালে তালে,
বুকে রুদ্র বাজুক বাজনা।
নিষ্ঠুর ভ্রূভঙ্গে তব
চূর্ণ হয়ে যা'ক
তরু গ্রাম নগর কান্তার,
লুপ্ত হয়ে যা'ক শোভা
সমস্ত সুষমা,—
ধন্য হো'ক বাসনা তোমার!
কালী তুমি করালিনী,
নমি তব পায়,
হিয়া মোর জবাগুলি তায়।

২

ছুটে চল,—ছুটে চল,

হে পদ্মা আমার,

পূর্ণ হোক সংগঠনী লীলা।

অন্ধগতি বন্ধহারা

নৃত্য তালে তালে,

বুকে শান্ত বাজুক বাজনা।

সকরুণ দৃষ্টি পাতে

উঠুক জাগিয়া

শত গ্রাম নগর কান্তার,

সমস্ত সুষমা শোভা

উঠুক ফুটিয়া,—

ধন্য হো'ক উৎসব তোমার!

সৃষ্টিকর্ত্রী তুমি মা গো,

নমি তব পায়,

প্রাণ মোর পুলকে লুটায়!

শুক্তি

সলিলের ঘন আঁধার নিলয়ে
বিরামশয়নে সুখে,
কত না যতনে রাখিনু গোপনে
মুকুতা আমার বুকে।

মানব এমন নিঠুর দানব!
আলোক-শ্মশানে তুলে',
রত্ন আমার কাড়িয়া লইল
বুকের পাঁজর খুলে'!

বীজ

আমার পাঁজর দীরিয়া তুলেছে
তরু আপনার মাথা,
সারাটা হিয়ায় তাইত আমার
জাগিছে পুলক-ব্যথা !

জীয়াইনু যারে হৃদয়-শোণিতে,
সে আমায় হানে যত,
নিজেরি বলের পরিচয় বলে',
তাহারে যে মানি তত !

যে দিন তাহারে কর্ম্মকুশল
দেখিব ধরার বুকে,
গোপন সাধনা সফল জানিয়া,
সে দিন মরিব সুখে !



তৃতীয় পর্ব

আরম্ভে

দীর্ণ করিয়া বুক
দাও ওগো দাও দুখ,
চাহি না চাহি না সুখ।
কণ্টকদলে গোলাপ ঘিরেছে,
মানি ওগো তাহা মানি।
পিচ্ছিল পথে অমৃতসায়র,
জানি ওগো তাহা জানি।
দীর্ঘ পথের যাত্রী আমরা—
সুখ মোরা নাহি চাই,
পথ কোথা তাই যাব জানাইয়ে,
আর কোন কায নাই!
তাই পাতিয়াছি বুক,
আজিকে চাহি না সুখ।

দেশের টান

(প্রবাস হইতে)

স্বর্গশিশু প্রভাত কখন
নৃত্য করি এল,
আলোর ধটী পরি !
স্বর্ণপরী পক্ষ মেলে
সন্ধ্যা কখন গেল,
ধরায় আঁধার ভরি ।
কালাকালের নাইক হিসাব,
ছিলাম অচেতন,
চুরি গেল মন !
হঠাৎ জেগে দেখি, শ্যামল
বেণু বনের কাছে,
মনটি পড়ে আছে !

২

শ্যামল শাটী মাথায় ঘিরে
ওগো বনবধূ,
মর্ম্মে ভরা মধু,

আমায় কেন বাসলে ভাল ?
কেন আকিঞ্চন ?
তুচ্ছ আমার মন !
কত রাখাল তোমার ছায়ায়
নিত্য চরায় ধেনু,
নিত্য বাজায় বেণু !
কত কৃষাণ তোমার কোলে,
রৌদ্রে ঝড়ে জলে,
কর্ম্ম ক'রে চলে !
আকাশ সম নির্ম্মল সে
তাদের হিয়ামাঝে,
সোণার হাসি বাজে।
তাদের তুমি বাসছ ভাল,
তারা তোমায় বাসে—
সোণা সোণার পাশে !

৩

তবু যদি বাঁধতে চাহ
আমার উড়ো মন,
ওগো শ্যামল বন,
হরণ-কথা স্মরণ করে
মান্‌বো অনুখন
সফল এ জীবন !

———

বিসর্জ্জন

মোরে তবে দাও বিসর্জ্জন
তোমার আলোক মাঝে,
তোমার আঁধার মাঝে,
তোমার যৌবন জরা
যেথা তব জীবন মরণ,
সেথা মোরে দাও বিসর্জ্জন।

শুধু বসি ভূধরশিখরে,
দূর হ'তে দৃষ্টি দিয়ে,
তোমার ছবিটি নিয়ে,
তৃপ্ত নহে প্রাণ মোর ;
কি অমিয় তোমার ভিতরে,
পান করি লব প্রাণ ভরে' !

দান

রাখিয়া দিনু
আমার শ্বাস
তোমার পাদমূলে,
রাখিয়া দিনু
আমার ব্যথা
তোমার চিত-কূলে।

রতন মম
যা'কিছু আছে
গোপন গৃহমাঝে,
উজাড় করি'
দিলাম আজি
নবীন তব কাযে।

ফলের তরে
ব্যাকুল নহি,
তুলিয়া ল'য়ো সবি।
তোমার তোষে
তুষ্ট হ'য়ে,
ধন্য র'বে কবি!

প্রাণভিক্ষা

নিশা হল ভোর !
জনম লভিছে দিন
 নবীন আশায়,
ক্ষণিক ঢাকিছে তারে
 কুয়াসা পাথায় ।
ফুল ত উঠেছে ফুটি,
 গন্ধে মনচোর !
 নিশা হ'ল ভোর,

এবে চাই প্রাণ ।
দাও লক্ষ দুখ শোক,
 লক্ষ লাজ ভয়,
দাও দৈন্য প্রতিদিন
 নব বিস্ময়,
তুচ্ছ বলি সবে আমি
 করিব গেয়ান,
 শুধু চাই-প্রাণ !

রেখে দিনু গান।
প্রাণ আছে ? আছে গান,
আছে কথা, কায !
প্রাণ নাই ? বৃথা কর্ম্ম
ফানুসের সাজ,
গান সেথা শক্তিহীন
কথারি তুফান,
চাহি না চাহি না গান,
দাও দাও প্রাণ।

জিজ্ঞাসা

দিবসের রক্ত খেয়ে,
নিশব্দে আসিছে ধেয়ে,
রাক্ষসী রজনী,

কর্ম্মতাঁবু তুলে নিয়ে,
আপনার মায়া দিয়ে,
ঢাকিবে ধরণী।

সচকিত ভীত রব
যবে থেমে যাবে সব,
হে আমার মন,

এ গভীর অন্ধতলে
চলিতে পারি না বলে',
কাঁদিবি তখন ?

পরীরা দেউটী ধরে',
দাঁড়াবে গগন ভরে',
দেখাইতে পথ,

সে আলোকে তুই কিরে,
মুছে তোর আঁখি-নীরে,
চালাবিনা রথ ?

ব্যর্থকাম

কে জপিছে মালা
অজানিত পূরে,
দিন পরে দিন
তাই আসে ঘুরে।
উষাটি চাঁপার করে, আঁখি-পাতা টানি ধরে',
কুসুমে জাগায়ে দেয় মুখে দিয়ে চুম
ভূতলে গগনে পড়ে পুলকের ধূম!

২

ওরে ক্ষ্যাপা আজ
শুধু এক মনে,
কি খেলিছ বসি
নিজ নিকেতনে?
বাহিরে যে এত আলো!—গৃহ কি লেগেছে ভাল?
ভেবেছ কি তব আশা-ঘৃতের প্রদীপ,
মৃত্যুহীন জ্বলিবে সে শুধু টিপ্ টিপ্?

৩

জীবন কাটায়ে,
শেষ সন্ধ্যাবেলা,
বাহিরিবে যবে
ভাঙি এই খেলা,
সহসা দেখিবে চেয়ে, নীলশূন্যতল ছেয়ে,
এ বিশ্ব কুসুম ছিন্ন পদতলে পড়ে',
চেয়ে আছে দীনহীন তব মুখ'পরে!

লাঞ্ছিত

তারা নিয়ে যায় তারে,
তারা নিয়ে যায় তারে,
ক্ষ্যাপা শুধু কেঁদে মরে।
তারা তারে নিয়ে গেল,
তারা কি যে রেখে গেল,
দেখে না বারেক তরে,
শুধু শুধু কেঁদে মরে!

২

পুষ্পতরু হতে ছিঁড়ে নেছে ফুল?
ভেবোনা ভেবোনা তবে,
গন্ধ ছিনায়ে লবে!
বাঁশীটি লইয়া ধূলায় আছাড়ি
করিয়াছে খান খান?
লুপ্ত নহে ত গান!

———

মঙ্গল

সব ভাল,
কিছু মন্দ নাই,
বল মন
বল বার বার।
জগতের
পুষ্পতরু হ'তে
মধু চুনি
লহ অনিবার।
কে কোথায়
কাঁদিয়া আকুল
বিপদের,
মরণের ঘায়,
বুঝাইতে
হবে তারে আজ,
এ জীবন
এই শুধু চায়!

হের যথা
স্খলন, পতন,
পিছে তার
বিরাজে মঙ্গল,
জীবনেরে
তুলিছে গড়িয়া
বিপদের
তপ্ত আঁখি-জল !

মাতৃরূপা

মধুমদালসা নারি,
ভৃঙ্গার খালি, তব তরে আজ
নাই, নাই পূজাবারি।
লালসা-দৃপ্ততনু,
যাও, যাও, আজি সরে',
তুমি ত রূপসী জানি,
একটি রাতির তরে!
জ্যোৎস্না-জোয়ার ছুটে—
যামিনীফুলের সুধা,
শোষিয়া দানব দিন
মিটায় পিয়াসা ক্ষুধা!

২

এস, নারি, এস ফিরে,
ধরার জননী, কোলে শিশু করি,
স্নাত স্নেহের নীরে !
শূন্য কলসী মম
ভরিবে পাদ্যজলে,
এ চিত অর্ঘ্য মম
পড়িবে ফুলের দলে।
তখনি রূপ যে তব
অচপল—মহিমায়,
মানবকুলের মাতা,
নিখিল নমিবে পায় !

বাৎসল্য

ওগো পৃথ্বি, ওগো শস্য,
ওগো ফুল ফল,
ওগো বারি, ওগো বায়ু,
ওগো গ্রহদল,
অনুরেণু হয়ে যে গো ছিল এতদিন,
তোমাদের সনে মিশি
কি গভীর সুখে,
আজি তারে এক করি পেয়েছে দেখিতে
প্রেমে বাঁধা দুটিপ্রাণ
আপনার বুকে !
একিরে বাঁধন দৃঢ়—এ কিরে পুলক
বিমোহিয়া চরাচর
প্রেম লয়ে আসে !
তনয়ের সনে দেখি নিখিল-মিলন,—
হিয়ার পরশটুকু
সবা'পরে হাসে !

মরণে

কত দূর, কত দূর,
রজনীর শেষে,
প্রভাতের পাখী
ছাড়িবে যখন সুর,
আলোক বাহিয়া
কোথা যাবি প্রাণ,
কত দূর, কত দূর ?

ঘুমভাঙা ভোর
সাধের অবনী,
নয়নে স্বপন পূর,
চাহিবে যখন
আকাশের পানে,
হতবাক্ সুমধুর,
তুই সবে ফেলি,
চলে যাবি ছুটে
কত দূর—কত দূর !

সে দিন কি তোর
এ পুলক রাশি
শুকায়ে উঠিবে খনে ?
এত হাসি গান,
প্রেম আহ্বান,
বিফল ঠেকিবে মনে ?
চলে যাবি তুই
আপনার দেশে,
চাহিবিনা আর ফিরে ?
নিবিয়া আসিবে
এ মর জগত
তোর আঁখি হতে ধীরে ?

তবু মনে হয়,
নিজের আলয়ে,
ওরে প্রাণধন মম,
কভু পৃথিবীর
হাসি কথা গান
বাজিবে নূপুর সম !

কখনো চলিতে
থামিয়া দাঁড়াবি,—
কাঁদে নারী কোথা সুরে ?—
মর্ত্ত্যস্মিরিতি,
দীনা ভিখারিনী,—
দূরে দূরে অত দূরে !

মৃত্যুহীন

ফুলটি ফুটে আছে,
কত কালের গন্ধ শোভা
জাগে তাহার মাঝে।
একটি দিনে হয়নি জনম
এক দিনেরি তরে,
আয়োজন তার চল্‌তেছিল
হাজার দিবস ধরে'।
দেখ্‌তে যদি না পাও তারে
আরেক দিনে এসে,
লুকিয়ে সে যে তোমার কাছে
রবে আরেক বেশে!
বিষাদভরা ভাব্‌বে তুমি
হায়রে বুঝি আর,
বিশ্বমাঝে কোথায় কভু
নাইরে কণা তার!

তোমায় হেরি মলিন বেশে,
অশ্রু নয়নকোণে,
বিধাতা যে গোপন ঘরে
হাসবে মনে মনে !
তাঁর চোখে যে মৃত্যু বলি
নাইরে কিছু নাই,
আকুল তোমার অশ্রুধারা
বিফল ঝরে তাই !

———

আমি

আমি

সে যে আমি।

আলোকে, বাতাসে, নভে, সাগরে, ধরায়,
যত কিছু বর্ণ, শোভা, গীত, গন্ধ ঝরে,
যুগে যুগে জন্মমৃত্যুচিরহিন্দোলায়,
যে নবীন ছন্দ জাগে শত লীলাভরে,
ভোগ করি সে সবারে যেই চলে যায়—
সে যে আমি—সে যে আমি, ভুল নাহি তায়!

অতুলিত লাবণ্যের ধারাযন্ত্রে নেয়ে,
দিবস যামিনী অই আসে কতবার,
আদিহীন কাল হতে কত যুগ বেয়ে,
লিখে যায় কত কথা বুকে এ ধরার,
সে সবারে পাঠ করি বাড়িছে যেজন—
সে যে আমি—সে যে আমি, নহে সেত ভ্রম!

বিশ্বে যত আয়োজন
মোরি তৃপ্তি লাগি
শক্তি সে বাহন সিংহ
আছে মোর জাগি !

তুমি

বিশ্বে তোমা নিঃস্ব করে,
হেন শক্তিমান
নাই নাই কেহ নাই।
আপনা হারায়ে
ভাবিতেছ শুধু বসি,
দুনিয়ার মাঝে
তুমি মূঢ়, শক্তিহীন !
বুঝ না কি হায়,
রবি কেন তেজ দিতে
উঠিছে গগনে ?
কেন চাঁদ সুধা ঢালে ?
ফুল কেন ফোটে ?
কেন ফল পড়ে ঝরি ?
পাখী গাহে গান ?
কার তরে নদী আনে
পীযূষের ধারা ?

কার তরে শ্রান্তিহীন
　　বহিছে পবন ?
কেন তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গ ?
　　কেন অতুলন
শ্যামল প্রান্তর-শোভা ?
　　ফুলে ফুলে ওঠে
কেন এত শস্যরাশি ?
　　আর যা ছায়াময়
কেন আসে দিন রাত
　　তোমার দুয়ারে ?
নানা বর্ণে আঁকা তনু
　　ঋতু ছয় জন
কেন দেখা দিয়ে যায়
　　বরষে বরষে ?
কেন দুঃখ ? কেন সুখ ?
　　বিপদ, সম্পদ
জীবনের প্রতি পাতে
　　দাগ কেটে যায় ?

বুঝিতে পার না তুমি,
কেন্ চারি ধার
এ বিপুল সমারোহ ?
এত আয়োজন ?
তবে, শোন, জগতের
মর্ম্ম-বাণী আজ—
যত কিছু তার গৃহে
হতেছে সঞ্চিত,
সে শুধু তোমারি তরে।
তব তৃপ্তি লাগি
বিধাতা যে মুক্ত হাতে
রয়েছেন বসি—
তোমারে গঠিতে তাঁর
কত না প্রয়াস !

ফেলোনা ফেলোনা তাই
আপনা হারায়ে
দাঁড়াও দাঁড়াও বলী
দেখ, চেয়ে দেখ

তোমারি চরণ-তলে
রহিয়াছে চাহি',
দৈন্যনাশী ধরণীর
সমগ্র রতন !

———

স্বাস্থ্য

এস, স্বাস্থ্য, বাঙ্গালীর ঘরে,
লাবণ্য-লালিমা তব দাও বিচ্ছুরিয়া,
মন্ত্র পড়ি সর্ব্ব দেহে তার।
সহসা উঠিবে জাগি ক্ষীণ গণ্ডযুগ,
ধন্য হবে হাস্যের গরিমা!
অস্থিসার হস্তপদ তোমারি প্রসাদে,
হবে শক্ত সুন্দর সুঠাম!
স্ফীত হবে—দীর্ঘ হবে বক্ষের কবাট,
দীপ্ত হবে দৃষ্টি নয়নের!

নত শির, ধূলিসনে মিশে মিশে চলে,
নাই শক্তি—নাই কোন আশা!
তুমি তারে তুলে লও উৎসঙ্গে তোমার,
প্রাণে তার ঢাল সুধাধারা।
দাও শক্তি শোণিতের কণায় কণায়,
সঞ্চারিয়া দাও শত আশা।

মুহূর্ত্তেকে, দেখিবে, সে উচ্চ করি শির,
ভয়হীন চলিবে গরবে,
দেখিবে নয়ন মেলি প্রাচীনা ধরারে
একেবারে নূতন আলোকে !

———

আহ্বান

ওগো নর, ওগো নারি,
বাঙ্গালার ছায়া-ঘেরা গ্রামে
চলিয়াছ প্রতিদিন,
গণ্ডীবাঁধা কর্ম্ম সমাধিয়া,
জীর্ণ শীর্ণ রোগে শোকে,
নত শির, ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর,
আশাহীন, হর্ষহীন,
মৃত্যুছায়া জীবনের মাঝে,
দৃষ্টি হতে লুপ্ত ধরা,
গৃহে শেষ—চিতার অনল !

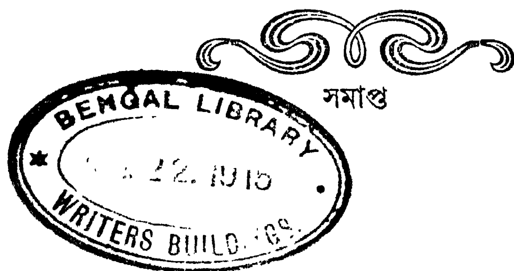
চাহ, চাহ, মতিমান,
দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্ম্মধারা
কত দিকে আবর্ত্তিয়া ধায় !
কত সাধ কত আশা
জেগে ওঠে সাধিতে কল্যাণ !

মানুষের শক্তি লয়ে
কীটসম ব্যর্থ কর তারে ?
বিধাতার পুণ্যদান—
দলমল হিয়া-শতদল
গন্ধ চাহে বিতরিতে,
তুমি তার রুধিবে দুয়ার ?
একি—একি অপমান
মনুষ্যত্বে হান অবিরত !
ভুলে যাও বর্ত্তমানে,
ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি'।
ভাসে ধরা আলোক-বন্যায়—
দুয়ারে পাখীর মত,
আজি তোমা ডাকি প্রাণপণে,
বাহির হবে না তুমি ?

———

নীরব সাধনা

চুপ্ কর—শান্ত মোর গতিবিধি আজ।
আলোক-বাতাস-বন্যা ছুটে চলি যায়,
পিয়ে লব তরুসম পাতায় পাতায়,
কোথা গুপ্ত রহে রস পাতালের মাঝ,
পাঠায়ে শিকড় তারে লইব শুষিয়া !
কুসুমে সুষমা মাখি' শেষে একদিন
ফুটিয়া রহিব চেয়ে বিরামবিহীন !
সহসা, কে জানে, অলি কেমনে আসিয়া
গোপনে পরাগ ঢালি গর্ভকোষে মোর
ফলেরে জনম দেবে !—সেদিন সুদিন,
দীপিবে জীবন মোর সফল নবীন,
ব্যাপিবে সারাটা দেহে পুলকের ঘোর !



সমাপ্ত

সুকবি শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ীর

পাপ ও পুণ্য

(খণ্ড কাব্য)

বৌদ্ধযুগের একটি করুণ ও শিক্ষাপ্রদ কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। ছাপা, কাগজ পরিপাটি।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

কয়েকটি অভিমত।—

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত লেখক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক **শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু** বলেন ঃ—

"পাপ ও পুণ্য আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি। লেখকের ভাষার উপর অধিকার, ভাবুকতা এবং বর্ণনাশক্তি প্রশংসনীয়। মাধুর্য্যের সম্মিলনেই কবিশক্তির পরিচয়, লেখক তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকে এ শক্তি-দর্শনে নিষ্ফল হন নাই!"

নব্যভারত বলেন ঃ—"সুন্দর কবিতায় স্বর্গের বাণী ফুটিয়াছে।"

"উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী **শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়** বলেন ঃ—"এই ক্ষুদ্র কাব্যখণ্ড সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

Empire বলেন :—"This is written in blank verse and makes interesting reading. Our Bengali readers will doubtless be pleased with it."

প্রাপ্তিস্থান—

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং,

১৫নং কলেজ স্কোয়ার,

এবং

গুরুদাস লাইব্রেরী,

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।